# কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

# ব্রিফিং নোট

# ৪০

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-এর জুনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিক- ভাবে যাত্রা করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে এবং উন্নয়নের সুফল যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১২০টির অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোভিড অতিমারির দুর্যোগপূর্ণ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

## সংলাপ সম্পর্কে

ভূমি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সেবা উন্নতিকল্পে ভূমি মন্ত্রণালয় সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভূমি ব্যবস্থার স্বয়ংক্রীয়করণ, ডিজিটাল ভূমি জরিপ, চর ডেলেপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ ইত্যাদি। আশা করা হচ্ছে, এ সকল উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য দ্রুত সময়ে কার্যকর ভাবে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করা যাবে। তবে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বাংলাদেশের অসুবিধাগ্রস্থ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, অনেকক্ষেত্রে এ সকল সুবিধা সম্পর্কে অবহিত নয়। আবার অন্যদিকে, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা সংক্রান্ত নতুন উদ্যোগ সম্পর্কে তেমন প্রচার বা আলোচনাও তেমন নেই।

এ প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা সংক্রান্ত নতুন সব উদ্যোগ সম্বন্ধে অসুবিধাগ্রস্থ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অবহিত করার লক্ষ্যে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ২০২৩ সালের ২ মার্চ 'ভূমি ব্যবস্থাপনায় সাম্প্রতিক উদ্যোগ ও নাগরিক অধিকার' শীর্ষক এক নীতি সংলাপের আয়োজন করে। এখানে উল্লেখ্য, বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এসডিজি'র) পাঁচটি অভীষ্টের অধীনে ভূমি-সম্পর্কিত পাঁচটি লক্ষ্য এবং তেরোটি সূচক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সে নিরিখে এ সংলাপের তাৎপর্যে ভিন্নতা ছিল।

সংলাপের আলোচনায় অংশ নেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব, ভূমি আইন বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, ভূমি অধিকার এবং নাগরিক সংগঠনের (সিএসও) নেতৃবৃন্দ, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ ও উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ। এছাড়াও নওগাঁ, রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, নাটোর, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, মাদারিপুর ও চুয়াডাঙ্গা থেকে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সংলাপে আরও অংশগ্রহণ করেন নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা ও গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ।

# ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজন নাগরিক সম্পৃক্ততা

## প্রারম্ভিক বক্তব্যে

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশের আহ্বায়ক এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি)'র সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সভার সূচনালগ্নে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে যদি কোনো দুর্লভতম সম্পদ থেকে থাকে, তাহলে সেটি হচ্ছে জমি। পৃথিবীতে বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। মাত্র এক লাখ ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় ১৭ কোটি মানুষের বসবাস। কাজেই এখানে জমি নিয়ে সংগ্রাম বা সংঘাত হবে না, এমনটি প্রত্যাশা করা যায় না। ভূমির ব্যাপারটি একটি বহুমাত্রিক বিষয়। জমির সঙ্গে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত তা হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা। এছাড়া বনায়নের বিষয়টিও জমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর পাশাপাশি নদীভাঙন, ভূমিক্ষয়, নতুন চর জেগে ওঠা এবং খাস জমির বন্দোবস্ত ও তার ব্যবহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসবের বাইরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ভূমির অধিকারের বিষয়টিও এ আলোচনার সঙ্গে জড়িত। ভূমিতে নারীর অধিকারের বিষয়টি এ আলোচনায় গুরুত্বের দাবিদার। সাম্প্রতিক সময়ে জমির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবেশ-প্রতিবেশের অভিঘাতের বিষয়টি। বিভিন্ন স্থানে শিল্পাঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রেক্ষিতে ভূমির গুরুত্ব আরও বেড়েছে এবং এ কারণে এখানে আরেকটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, জমির বিষয়টি কেবল এককভাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিষয় নয়। ভূমি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কী ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করবে, তার সঙ্গে অন্তত আরও এক ডজন মন্ত্রণালয় এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। সে কারণে আজকের আলোচনাটা বহুমাত্রিক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, আর্যদের শাসনামল থেকে শুরু করে মুসলিম শাসন, ব্রিটিশ শাসন, পাকিস্তান আমল হয়ে বাংলাদেশ হওয়া পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে ভূমি ব্যবস্থাপনার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এ ইতিহাসের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা রয়েছে। তার মধ্যেই বর্তমান সরকার কাজ করছে। এর আগে ১৯৮৪ সালে একটি ভূমি সংস্কার আইন হয়েছিল। ২০০১ সালে ভূমি ব্যবহারের ওপর একটি নীতিমালা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি। বর্তমান সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনায় বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এসব উদ্যোগের একটি মূল উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষের ঝামলামুক্তভাবে ভূমি ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করা।

আমরা লক্ষ্য করছি, দেশে গ্রামীণ পর্যায়ে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের ভূমির পরিমাণ আধা একরেরও নিচে। অর্থাৎ তারা কার্যত ভূমিহীন। আর যদি পুরো দেশের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার চার ভাগের তিন ভাগই ভূমিহীন। এরাই পেছনে পড়ে থাকা মানুষ। কিন্তু এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হলে কাউকেই পেছনে রাখা যাবে না। এর সঙ্গে নারী, সংখ্যালঘু, আদিবাসী প্রভৃতি গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার বিষয়বস্তু জড়িত। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকার আইনি, প্রশাসনিক ও পদ্ধতিগত যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, তা নিয়ে আলোচনার করার জন্য আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি।

## ডিজিটাল ভূমি জরিপ বাস্তবায়িত হলে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ অনেকাংশে কমে আসবে

মূল বক্তব্য উপস্থাপনকালে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, একটি জমির অবস্থান, আকার, তার ভোগদখলকারী, মালিকানা প্রভৃতি বিষয় সরকারকে জানতে হয়। আর এটি জানার জন্য সরকার যে পদ্ধতি অনুসরণ করে, তা হচ্ছে ভূমি জরিপ। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সরকার সারা বাংলাদেশের ওপর জরিপ পরিচালনা করে থাকে। এই জরিপের মাধ্যমে দুটি ডকুমেন্ট প্রস্তুত হয়। একটি হচ্ছে ম্যাপ (মানচিত্র), আর অন্যটি খতিয়ান। খতিয়ানে জমির মালিকানার তথ্য লেখা থাকে। প্রথম 'এ খতিয়ান' প্রণীত হয়েছিল ১৯১৭ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে। ব্রিটিশ সরকারের পরিচালিত ওই জরিপকে বলা হয় 'সিএস জরিপ'। এ পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থাপনায় যতগুলো জরিপ হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কম ত্রুটিপূর্ণ হচ্ছে 'সিএস জরিপ'। এরপর জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির পর বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ করে একটি খতিয়ান তৈরি করা হয়, যেটি 'এসএ খতিয়ান' নামে পরিচিত। এটি ছিল হাতে লেখা খতিয়ান, যে খতিয়ানে একটি প্লটের ১০-১২ জন অংশীদারের নাম লেখা এবং কার অংশ কতটুকু বা কে কোন অংশ ভোগদখল করবেন সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু এ খতিয়ানে উল্লেখ নেই। ফলশ্রুতিতে নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি মামলা-মকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। আর 'এ খতিয়ানের' সঙ্গে যে ম্যাপ সংযুক্ত ছিল, সেটিতেও জমির পরিমাণ বা অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যায় না।

এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার ভূমি-সংক্রান্ত সব উপাত্ত ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এক্ষেত্রে এক লাখ ৩৮ হাজার শিট ডিজিটাইজ করার কাজ চলমান রয়েছে। এর সঙ্গে জমির একটি ইমেজ (ছবি) ভিত্তিক ম্যাপ সংযুক্ত করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি ওই জমির মালিকদের নামও এর সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। একটি নতুন ধরনের অ্যাপ তৈরি করা হচ্ছে, যে অ্যাপটি মোবাইলে ডাউনলোড করলে যেসব মৌজা ডিজিটাইজ করা হয়েছে, সেসব মৌজার কোনো একটি প্লটে গিয়ে অ্যাপটি চালু করলে ওই প্লটের মালিকানাসহ আদ্যোপান্ত ইতিহাস জানা যাবে। ডিজিটাল ম্যাপটির কাজ সম্পূর্ণ হলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে জমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিকরণ নিশ্চিত করা হবে। তখন একটি নির্দিষ্ট রং দিয়ে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণির জমিকে চিহ্নিত করা হবে। যেমন কৃষিজমিকে হয়তো সবুজ রং দিয়ে চিহ্নিত করা হবে। কোনো ব্যক্তি যদি একটি মৌজার সব কৃষিজমি দেখতে চান, তাহলে একবারে তা দেখে নিতে পারবেন। এভাবে জোনিং করার পর কোনো জমির শ্রেণি পরিবর্তনের মাধ্যমে যাতে জমির বৈশিষ্ট্য কেউ নষ্ট করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা হবে।

ম্যানুয়াল ব্যবস্থায় জমির ম্যাপ ও খতিয়ান সংশোধনের কোনো ব্যবস্থা নেই। ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু হলে কোনো ব্যক্তি জমি বিক্রি করলে স্বয়ংক্রিভাবে খতিয়ানে নাম পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং ম্যাপেও আলাদা প্লট তৈরি করে দেওয়া যাবে। ভূমিকর পরিশোধ ব্যবস্থাও সহজ হবে। আর এ পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একটি ডিজিটাল ভূমি জরিপ

করা হবে এবং সেটিই হবে বাংলাদেশের সর্বশেষ ভূমি জরিপ। এরপর ওই জরিপের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জমির ম্যাপ ও খতিয়ান স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হতে থাকবে। ২০২৬ সাল নাগাদ এই ডিজিটাল সেবাগুলো মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। সে ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ সেবা ঘরে বসেই পাওয়া যাবে। ৩০ শতাংশ সেবার জন্য কোনো না কোনো ব্যক্তির সহায়তা লাগবে। আর ১০ শতাংশ সেবা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে যেতে হবে। সেভাবেই পদ্ধতিগুলোর ডিজাইন করা হচ্ছে। ভূমিসেবা আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এরই মধ্যে 'ই-নামজারি' চালু হয়েছে। এর ফলে এখন আর হাতে হাতে কোনো আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে না, পুরো সেবাটিই এখন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। এর ফলে হয়রানি কমেছে এবং সেবা প্রদানকারীদের বাড়তি অর্থ গ্রহণের সুযোগও রহিত হয়েছে। আগামী পয়লা বৈশাখ থেকে সব ধরনের ভূমিকর অনলাইনে পরিশোধ করা যাবে অনলাইনে। কাগজে প্রিন্ট করা কোনো দাখিলা থাকবে না। এছাড়া ভূমি নিবন্ধনের সঙ্গে নামজারির বিষয়টি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির আওতায় চলে এসেছে। ১৭টি স্থানে এ প্রক্রিয়া পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ভূমি নিবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে মিউটেশন মামলাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই নামজারি সম্পন্ন হয়ে যায়। আর আমরা একটি ল্যান্ডপিডিয়া করতে যাচ্ছি। যেখানে যে কোনো ধরনের ভূমি সমস্যার বিষয়ে সাধারণ নাগরিকরা জানতে পারবেন।

## ভূমিবিরোধের কারণে নারী ও প্রান্তিক মানুষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহিন আনাম বলেন, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা থেকে আমার মনে হয়েছে, ভূমির সঠিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি যথাযথ লাইন ধরে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। ভূমি নিয়ে জটিলতা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এর সঙ্গে মানুষের বঞ্চনা ও কষ্টের বিষয় জড়িত। জানা কথা, এসব ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক মানুষই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন যেভাবে উপস্থাপন করা হলো, সেই বিষয়গুলো যদি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে একটি বিরাট সম্ভাবনা এখানে সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এর একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরে কয়েকটি সংগঠনের সহায়তায় ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বণ্টনের বিষয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে। এর পেছনে স্থানীয় অনুকূল পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি যখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে, তখন মানুষের ভূমি-সংক্রান্ত সমস্যা অনেকাংশে সমাধান হবে। এ সরকারের সময়ে যতগুলো ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ভূমি আইন সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তবে ভূমিদস্যু বা ভূমি জবরদখলকারীদের কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, সে বিষয়ে ভাবতে হবে। বিশেষ করে খাস জমি এমন ব্যক্তিদের দখলে রয়েছে, যাদের দখলে সেটি থাকার কথা নয়। এ বিষয়টি কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, সেটি নিয়েও ভাবতে হবে।

## ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সক্ষমতা বাড়াতে হবে

অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)- এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার রফিক আহমেদ সিরাজী বলেন, মাঠ পর্যায়ে যারা এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে কাজ করছেন, আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা জানিয়েছেন, উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। এছাড়া সরঞ্জামেরও ঘাটতি আছে। আমি সেদিকে যাব না। আমরা ভুক্তভোগীদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। সাধারণ মানুষদের অনেকেই সরকারের এসব উদ্যোগের বিষয়ে জানেন। কিন্তু সেবাগুলোর অভিগম্যতার ক্ষেত্রে তাদের নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। প্রথমত, তারা কম্পিউটার চালাতে পারেন না। এলাকার দু-একটি কম্পিউটার অপারেটরের দোকানে এ সেবাগুলো পাওয়া যায়। কিন্তু তার জন্য বড় অঙ্কের টাকা ব্যয় করতে হয়। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট অফিসে গিয়ে বিভিন্ন সেবার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সেবাপ্রার্থীদের সঠিকভাবে বিষয়গুলো জানানো হয় না। তিনি উল্লেখ করেন, ডিজিটাইজেশন ভূমি ব্যবস্থাপনায় যে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিবছর এক শতাংশ হারে কৃষিজমি হারিয়ে যাচ্ছে। কৃষিজমি সুরক্ষা আইনের খসড়াটি হয়েছিল ২০১১ সালে। এরপর ২০১৫ ও ২০১৬ সালে আরও দুটি খসড়া হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিষয়টি সেই খসড়া পর্যন্তই রয়ে গেছে। কৃষিজমি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাও রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আইন না থাকার কারণে কৃষিজমিতে অবকাঠামো ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে।

## ভ্রাম্যমাণ আদালতের সঙ্গে যেন প্রচলিত বিচারিক ব্যবস্থার বিবাদ না হয়

নতুন ভূমি আইন প্রণয়নের বিষয়ে রফিক আহমেদ সিরাজী বলেন, আইনের খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে, জাল দলিল-সংক্রান্ত কোনো ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা যাবে। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোনো মামলা যদি দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় থাকে, তাহলে ভ্রাম্যমাণ আদালত কীভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করবে, আইনের খসড়ায় এ বিষয়ে কোনো স্পষ্টীকরণ করা হয়নি। এছাড়া জাল দলিল তৈরির বিষয়টি প্রমাণিত হলে বিদ্যামান আইন অনুযায়ী সাত বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুই বছরের বেশি সাজা দেওয়ার সুযোগ নেই। ফলে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জাল দলিল তৈরির প্রতারণার বিষয়টি প্রমাণিত হলেও দুই বছরের বেশি সাজা দেওয়া যাবে না। এতে করে বিচার বিভাগের সঙ্গে সিভিল প্রশাসনের এক ধরনের বিরোধ তৈরির আশঙ্কা থেকে যায়। এছাড়া আইন প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত কোনো কর্মকর্তা যদি আইনের পরিপন্থি কোনো কিছু করে ফেলেন, তাহলে সে বিষয়টি সরল বিশ্বাসে কৃতকর্ম হিসেবে গণ্য হবে বলে আইনের খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে। আইনে যদি সরকারি কর্মকর্তাদের এমন দায়মুক্তি দেওয়া হয়, তাহলে আইনের অপব্যবহারের সুযোগ বাড়বে এবং বিষয়টি ডিজিটালাইজেশনের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থি হবে।

ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে দীর্ঘসূত্রতার বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে অ্যাডভোকেট মাহফুজ বিন ইউসুফ একটি নির্দিষ্ট মকদ্দমার বিষয় উল্লেখ করেন, যে মকদ্দমাটি এসি (ল্যান্ড) অফিসে শুরু হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। ২০০৮ সালে বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন হয় এবং এখনো বিষয়টি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি আরেকটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ২০০৮ সালে তিনি একটি মামলা শেষ করেছিলেন, যে মামলাটি শুরু হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা কার্যকর হলে এই ধরনের সমস্যা হ্রাস পাবে বলে তিনি আশা করেন।

## নদীভাঙনের শিকার ও ভূমিহীনদের তালিকা করে ভূমির অধিকার দিতে হবে

আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের ১২টি জেলায় প্রতিবছর নদীভাঙন ও চর জাগার ঘটনা ঘটে। এর ফলে প্রতিবছর অনেক মানুষ ভূমিহীন হচ্ছেন। আর নদীগুলো কয়েক বছরের মধ্যে ১০০ মিটার থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয়। নদী সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট নতুন জমিতে এডি লাইন টানা হয় না এবং ভূমিহীনদের কোনো তালিকা করা হয় না। ভূমি হারানো মানুষের ভূমির অধিকার কী হবে, তা নির্দিষ্ট করা হয় না। আর সিকস্তি-পয়স্তি আইনে ৩০ বছর পর একজন ভূমিহীন ভূমির অধিকার দাবি করতে পারেন। এটি অন্যায্য বিষয়। বক্তারা উল্লেখ করেন, নদীর পাড়ের পলল ভূমি দখল করে শিল্পকারখানা স্থাপন করা হচ্ছে এবং ব্যাংকে সেই জমি বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়া হচ্ছে। প্লাবন ভূমি কীভাবে ব্যাংক বন্ধক রাখে, সে বিষয়টি বোধগম্য নয়। বক্তারা উল্লেখ করেন, দেশব্যাপী ভূমিহীনদের একটি সমন্বিত তালিকা হওয়া প্রয়োজন এবং সেই তালিকা অনুসারে ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমির বন্দোবস্ত দিতে হবে।

## আদিবাসীদের জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে

আদিবাসীদের এক প্রতিনিধি উল্লেখ করেন, সিএস জরিপের খতিয়ানি জমির মালিকানা ও জমির বৈধ দলিল থাকা সত্ত্বেও উত্তর বঙ্গের সমতল ভূমির আদিবাসীদের জমি জবরদখল হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া আদিবাসীদের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় সরকার যেভাবে প্রকাশ করছে, সে বিষয়টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। ১৬টি জেলায় সমতলের আদিবাসী আছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি আদিবাসীদের জমি দখল করে নিজেদের ইচ্ছামতো স্থাপনা তৈরি করছে। বক্তারা উল্লেখ করেন, জবরদখলকারীরা অর্থে ও পেশিশক্তিতে বলীয়ান। ভূমি দখলের পর তারা মামলা করে দেয়। আর মামলা নিষ্পত্তি যেহেতু একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া, তাই প্রকৃত মালিকরা আর ভূমির অধিকার ফিরে পায় না। এই মামলা যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, সে উদ্যোগ নিতে হবে। ভূমিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আইন অনুযায়ী, মৎস্যজীবীদের জলমহাল ইজারা দেওয়া হয়, কিন্তু সেটি ভোগ দখল করেন অন্য ব্যক্তিরা। এ বিষয়টির সুরাহা হওয়া দরকার।

বক্তারা জানান, আদিবাসীদের নাম-পদবি বদলে ফেলে তাদের জমি দখলে নেওয়া হচ্ছে। আদিবাসীর জমি অ-আদিবাসীর নামে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ডেপুটি কালেক্টরের অনুমতি লাগে। কিন্তু এসবের তোয়াক্কা না করেই তাদের জমি অন্যদের কাছে হস্তান্তর হচ্ছে। এছাড়া রাজশাহীতে সিএস রেকর্ডভুক্ত ৯৫২টি পুকুর সংরক্ষণের বিষয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেখানে ৫০টি পুকুরেরও অস্তিত্ব নেই বলে বক্তারা জানান।

## আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষিত

প্লাবন ভূমি ও ফসলি জমিতে যাতে পুকুর খনন বা ভূমিরূপ পরিবর্তন করা না হয়, সে বিষয়ে উচ্চ আদালতের রায় রয়েছে। তা সত্ত্বেও চলনবিল এলাকায় পুকুর খনন অব্যাহত রয়েছে এবং প্রশাসন এ বিষয়ে একদম নিশ্চুপ। বক্তারা বলেন, আগের ব্যবস্থাপনায় কোনো একটি জমির ক্ষেত্রে বাস্তব ভোগদখলি জমির পরিমাণ, দলিলে উল্লেখিত পরিমাণ ও রেকর্ড নথিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ উল্লেখ থাকত। ডিজিটাল জরিপে কোনটি গৃহীত হবে, সেটি নির্ধারণ হওয়া জরুরি। অর্পিত সম্পত্তির জটিলতা দূর করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের অনীহা রয়েছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। এছাড়া রেকর্ড সংশোধনের মামলার রায়ের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি হলেও সরকারের রেকর্ড রুমে বিষয়টি সংশোধন করা হচ্ছে না। এসব বিষয় সমাধানের তাগিদ দেন বক্তারা।

## উত্তরাধিকার আইনে বৈষম্য আছে

নারীর ভূমি অধিকার বিষয়ে বক্তারা বলেন, উত্তরাধিকার আইনে বৈষম্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও আইনানুযায়ী, নারীদের যতটুকু সম্পত্তি পাওনা, তা তাঁরা পায় না। সে ক্ষেত্রে ভূমির ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে নারীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পত্তির মালিক হবেন কিনা, সে বিষয়ে বক্তারা জানতে চান। এছাড়া ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টির সঙ্গে অনেকগুলো আইন ও বেশকিছু মন্ত্রণালয় জড়িত। এদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধনের বিষয়েও তাগিদ দেন বেশ কিছু বক্তা। বক্তারা উল্লেখ করেন, ভূমির ডিজিটাল সেবা এখনো নাগরিকদের কাছে ভালোভাবে পৌঁছেনি। এক্ষেত্রে প্রচারের ঘাটতি রয়েছে। এ সেবা নিয়ে ব্যাপক ক্যাম্পেইনের বিষয়ে জোর দেন তারা। এছাড়া ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে ভূমির সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বক্তারা উল্লেখ করেন।

## অর্পিত সম্পত্তি প্রাপকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের নেতা কাজল দেবনাথ ২১টি জেলার অর্পিত সম্পত্তির পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, এ বিষয়ে আবেদন জমা পড়েছে ৬৪ হাজার ৭৩টি। ট্রাইব্যুনাল এর মাধ্যমে এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ২৬ হাজার ১২৩টি বা ৪০ শতাংশ। এসব রায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার পরাজিত হচ্ছে। কিন্তু রায়ের বিরুদ্ধে ডেপুটি কালেক্টররা আপিল করছেন না। আবার তারা সঠিকভাবে ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়ন করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে সম্পত্তি হস্তান্তরও করছেন না। অর্পিত সম্পত্তি-সংক্রান্ত আইনটি জেলা প্রশাসকদের হাতে একপ্রকার জিম্মি হয়ে রয়েছে। জেলা প্রশাসকদের ধারণা, অর্পিত সম্পত্তি হচ্ছে সরকারি সম্পত্তি। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। তারা এটির অভিভাবক, কিন্তু মালিক নন। অর্পিত সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি ও সম্পত্তি হস্তান্তরের বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিদের অনুরোধ জানান।

## স্বার্থান্বেষী মহল যেন ফায়দা লোটার সুযোগ না পায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ভূমিমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রণালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী তারা জমা দিয়েছিলেন। এটি সরকারের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এমনটি করা সম্ভব হয়নি। তাদের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত। যদিও ২০০৮ সালে সব সরকারি কর্মচারীর সম্পদের বিবরণী জমা হয়েছিল, কিন্তু পরে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এটি জমা দেওয়ার

বিষয়ে সিদ্ধান্ত থাকলেও তা আর করা হয়নি। এটি এ কারণে উল্লেখ করলাম যে, যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করে দুর্নীতি হ্রাস করা সম্ভব, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী জমাদান ও তা জনসম্মুখে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে বারংবার এ বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। এক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় অন্যদের চেয়ে ভিন্ন একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। সেজন্য তাদের সাধুবাদ প্রাপ্য।

ভূমির ডিজিটাইজেশনের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন, এ উদ্যোগ ভূমি ব্যবস্থাপনায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। কিন্তু এই উদ্যোগ কতটা নিষ্কণ্টকভাবে বাস্তবায়িত হবে, তার ওপর নির্ভর করবে এর সাফল্য। আর এ উদ্যোগের সফলতার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করবে ডিজিটাল বৈষম্য বা ডিজিটাল ডিভাইড। বাংলাদেশে এখনো ৬৯ শতাংশ মানুষের ইন্টারনেটের অভিগম্যতা নেই। এছাড়া বাংলাদেশে ইন্টারনেটের গতি দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন। এই ডিজিটাল ডিভাইডের কারণে ডিজিটাল ভূমি সেবার ক্ষেত্রে এক ধরনের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়ে যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে এরই মধ্যে এমন কিছু বিষয় ঘটতে শুরু করেছে। দ্বিতীয়ত, সাবরেজিস্ট্রি অফিসগুলোর আধুনিকায়ন নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে দালাল শ্রেণির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা যাবে না। তবে ভূমি ব্যবস্থাপনায় যে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে, তা নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ী। এটি সেবা সহজীকরণের শুরুর অংশ। এখন এই সেবা প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়াও কম কঠিন কাজ নয়। সেই কাজটিই এখন সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো সরকারের হাতকে শক্তিশালী করা। সুশাসিত, গণতান্ত্রিক, মানুষের অধিকারভিত্তিক এবং সত্যিকার অর্থে দুর্নীতিমুক্ত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সরকারের যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করাই আমাদের লক্ষ্য। সর্বোপরি ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য পেছন থেকে যেসব মানুষ দায়িত্ব পালন করবেন, তারা যদি শুদ্ধাচার চর্চায় আগ্রহী না হন, তা হলে এ উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

## জমি জবরদখল করলে সাজা অবধারিত

সচিব মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, এমন কোনো ম্যাজিক সুইচ নেই, যার মাধ্যমে সব মানুষের স্বভাব-চরিত্র পরিবর্তন হয়ে যাবে। সে কারণে এই সেবার পদ্ধতিগুলোকে এমনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে, যাতে যে কেউ চাইলেও ব্যবস্থাটির অপব্যবহার করতে পারবে না। আর যেসব বিষয়ে দেওয়ানি আদালতে মামলা চলমান, সেগুলো ভ্রাম্যমাণ আদালতে আসবে না। ফলে এক্ষেত্রে সতর্ক না থাকার কোনো সুযোগ নেই। আর কেউ যদি জাল দলিল করে এবং সেটি প্রমাণিত হয়, তাহলে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জেল ও জরিমানা উভয় দণ্ড হবে। যে ১৬ জেলায় সমতলের আদিবাসী রয়েছে, তাদের ভূমি সুরক্ষার বিষয়ে আমরা একটি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করব। আর অবৈধ দখলের বিষয়ে জমির ঐতিহাসিক দালিলিক বিবরণ দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আর পরিমাপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু হলে সেখানে মিলিমিটারের বেশি ভুল হবে না।

## অর্পিত সম্পত্তি বন্দোবস্তে বিশেষ প্রজ্ঞাপন জারির আশ্বাস

সচিব উল্লেখ করেন, অর্পিত সম্পত্তি সরকারি সম্পত্তি নয়। কাজেই এর দায়ভার অযথা বহন করার মানেই হয় না। এক্ষেত্রে আদালতের রায় অনুযায়ী যাতে সংশ্লিষ্ট প্রাপকের বিপরীতে জমির নামজারি করে দেওয়া হয়, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে আরেকটি প্রজ্ঞাপন দেওয়া হবে। তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি আপিল হয়, তাহলে আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ওই জমির নামজারি করা সম্ভব হবে না। আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

তিনি উল্লেখ করেন, বোনদের ভূমি বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাইদের নানা গড়িমসি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে ভাই যদি বোনের জমি দখলে রাখে, তাহলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। এমনকি কেউ যদি বলে যে, তার বোন তাকে মৌখিকভাবে জমি ভোগদখলের অনুমতি দিয়েছে, সে ক্ষেত্রেও সাজা পেতে হবে। এ বিষয়টি ভূমি অপরাধ আইনে যুক্ত হচ্ছে। এখন থেকে এটিই বাস্তবায়িত হবে যে, 'কাগজ যার জমি তার'। দখলের ওপর ভিত্তি করে জমির মালিকানার মাধ্যমে জবরদখলকে আমরা উৎসাহিত করতে চাই না।

## ফসলি জমি রক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, অর্থনীতি বড় হচ্ছে, জমির চাহিদা বাড়ছে এবং এর ফলে জমির দামও বাড়ছে । সে কারণে মাটি স্বর্ণের মতো দামি হয়ে উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ নিষ্কণ্টক ও ঝামেলামুক্ত জীবনযাপন করতে চায়। পাশাপাশি মানুষ পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও একটি ঝামেলামুক্ত সম্পত্তি রেখে যেতে চায়। সে কারণে ভূমির বিষয়ে মানুষের ভোগান্তি দূরীকরণে আমরা ডিজিটাইজেশনের উদ্যোগ নিয়েছি। আর এ উদ্যোগটি যাতে টেকসইভাবে বাস্তবায়িত হয়, সে বিষয়ে আমরা কাজ করছি। এরই মধ্যে হাট-বাজারের ভূমি জবরদখলের ক্ষেত্রে শাস্তির বিষয়ে একটি আইন পাস হয়েছে। আগামী দিনে ভূমি অপরাধ ও ভূমি জোনিং বিষয়েও আইন হবে। এসব আইন সম্পন্ন হলে ভূমির অপব্যবহার ও ভূমি-সংক্রান্ত অপরাধের মাত্রা কমে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সরকারের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, তিন ফসলি জমিতে কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। আমরা দীর্ঘদিন ধরে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের বিষয়ে কাজ করছি। এখন সেসব উদ্যোগের সুফল আসতে শুরু করেছে। ভালো উদ্যোগের জন্য আমরা আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃতও হয়েছি। তবে সব সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি। এখনো মানুষ নানা হয়রানির শিকার হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের মতো দেশে এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা অনেক চ্যালেঞ্জিং। কারণ সাধারণ মানুষ সবাই এসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয়। তা সত্ত্বেও আমরা ভূমিসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছি।

## ডিজিটাল সেবা সহজীকরণে অনুমোদিত সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে

মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেন, আমাদের দেশের মানুষ জমিজমা সম্পর্কে যতটুকু বোঝে, উন্নত দেশের মানুষ ততটুকুও বোঝে না। সেখানে এসব কাজ করার জন্য ক্যানভেইঅ্যান্সিং সলিসিটর আছেন। তারা এ-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ ডিল করেন। তারা ক্লায়েন্টের পক্ষে ভূমিসেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। তবে বাংলাদেশ এখনো সেই পর্যায়ে পৌঁছেনি। হয়তো বাংলাদেশেও একসময় এ ধরনের ব্যবস্থা চালু হবে। তবে সাধারণ মানুষকে ডিজিটাল সেবার বিষয়ে সহায়তা করার জন্য আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুমোদিত কিছু প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে চাই, যেগুলো ভূমি-সংক্রান্ত ডিজিটাল সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে মানুষকে সহায়তা করবে, নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে। যেমন, আগে বিভিন্ন স্থানে সাইবার ক্যাফে ছিল, ঠিক সেরকমভাবে। এক্ষেত্রে তথ্যের নিরাপত্তাও কঠোরভাবে নিশ্চিত করা হবে, যাতে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো ধরনের জালিয়াতির সুযোগ তৈরি করতে না পারে। আর কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেলে তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হবে। আগামী নির্বাচনের আগে ভূমি সংস্কারের বেশিরভাগ কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তিনি বলেন, অনেক সরকারি কর্মকর্তা আউট অব দ্য বক্স চিন্তা করেন না, তারা গতানুগতিক কাজ করতে অভ্যস্ত। এক্ষেত্রে আমি তাদের কিছুটা গাইড করার চেষ্টা করি। আর আমরা সিস্টেমটাকে এমনভাবে সাজাচ্ছি যাতে কেউ সেখানে কোনো ধরনের দুর্নীতির সুযোগ না পায়। উন্নত বিশ্বে দুর্নীতি কমেছে মূলত সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে। আমরাও সে পথে অগ্রসর হচ্ছি।

## উপসংহার

সমাপনী বক্তব্যে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নিয়েছে, সে উদ্যোগ বাস্তবায়নের বর্শাফলক হিসেবে কাজ করতে পারে ভূমি সংস্কারের এই উদ্যোগ। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের যে আকাঙ্ক্ষা আছে, সেটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হলে অবশ্যই নাগরিক সম্প্রদায়কে এ উদ্যোগের সহযোগী হিসেবে রাখতে হবে। সরকারকে এ বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে, এবং আমাদের পক্ষ থেকে সরকারকে এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

## সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

### সভাপতি

*ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য*
আহ্বায়ক, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এবং
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

### প্রারম্ভিক বক্তব্য

*মিজ শাহীন আনাম*
কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এবং নির্বাহী
পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

### প্রধান অতিথি

*জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি,*
মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### মুখ্য বক্তা

*জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান*
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### বিশেষ বক্তা

*ড. ইফতেখারুজ্জামান*
কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এবং নির্বাহী
পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
(টিআইবি)

### আলোচকবৃন্দ

*জনাব মোহাম্মদ শামসুজ্জামান*
উপসচিব এবং ন্যাশনাল পোর্টাল ইমপ্লেমেন্টেশন স্পেশালিস্ট, a2i

*অ্যাডভোকেট রফিক আহমেদ সিরাজী*
সহকারী কর্মসূচি সমন্বয়কারী, অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

*অ্যাডভোকেট মাহফুজ বিন ইউসুফ*
সিনিয়র সহ-সম্পাদক, নির্বাহী কমিটি (২০২২-২৩)
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন


ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন : **মো: মাসুম বিল্লাহ্**

সিরিজ সম্পাদনায় : **অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান**

সহযোগী সম্পাদক: **অভ্র ভট্টাচার্য**


আয়োজক

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সহযোগিতায়

Manusher Jonno Foundation

সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ

actionaid · ALRD Association for Land Reform and Development · CFLI/FCIL 50 · Centre for Policy Dialogue · Friedrich Ebert Stiftung Bangladesh · The Asia Foundation · Transparency International Bangladesh · WaterAid

www.bdplatform4sdgs.net · BDPlatform4SDGs · Citizen'sPlatformforSDGsBangladesh · bdplatform4sdgs

মার্চ ২০২৩


সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net